দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 05 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পড়াশুনার মান না বাড়লেও বেড়েছে ফিসহ অন্যান্য খরচ

ভর্তি হতে পারছে না গরীব মেধাবীরা

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান না বাড়লেও ভর্তি ফিসহ অন্যান্য খরচ বেড়েছে কয়েকগুন। অতিরিক্ত ভর্তি ফি নির্ধারণ করায় গরীব অথচ মেধাবী এমন শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো উপায় না পেয়ে অনেক ভর্তিচ্ছু বাড়ীর জায়গা জমি-বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। দেশে জরুরী অবস্থা থাকায় আন্দোলন করতে পারছে না ভর্তিচ্ছুরা। আর জগন্নাথ প্রশাসনও এই সুযোগ লুফে নিচ্ছেন। ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকরা এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

জানা যায়, দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি কয়েকগুন বেশি। আবার দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তার সিকি ভাগও নেই জগন্নাথে। গতবছরও ভর্তি ফি বৃদ্ধি করা হয়েছিল তখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় ভর্তিচ্ছুরা আন্দোলন করে ভর্তি ফি কমাতে বাধ্য করেছিল। তবে এবার দেশে জরুরি অবস্থার সুযোগটিকে কাজে লাগাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ছাড়া এত বেশি পরিমাণ ভর্তি ফি নির্ধারণ কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম বলে জানা গেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি সেশনে অনার্স প্রথম বর্ষে বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিষয়ে প্রায় ১৬ হাজার টাকা এবং কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিষয়ে ভর্তির জন্য ১৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের রেকর্ড পরিমাণ ভর্তি ফি'র সার্কুলার দেখে চলতি সেশনে ভর্তিচ্ছুদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এত বেশি টাকা দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সামর্থ্য না থাকায় চান্স পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই ভর্তি হতে পারছে না বলে এ প্রতিবেদককে জানিয়েছে।

এদিকে ভর্তি ফির ওই সার্কুলারে যে খাতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, এর অধিকাংশ খাতের ব্যাপারে ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকদের মধ্যে নানামুখী প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বড় খাত হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন ফি বাবদ জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যেখানে ৫ হাজার টাকাও লাগে না, সেখানে এ প্রতিষ্ঠানে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন ফি বাবদ জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা নেয়া হবে- অভিভাবক-ভর্তিচ্ছুসহ সংশ্লিষ্টরা কেউই বিশ্বাস করতে পারছেন না। গতবারও এ খাতে এই পরিমাণ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি হলে কর্তৃপক্ষ এই খাতে ১ হাজার টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

এ ছাড়া গতবার যেখানে সেমিস্টার পরীক্ষার নামে কোনো ফিই ধরা হয়নি, সেখানে এবার ২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ গত বছর এই খাতে কোনো টাকা নির্ধারণ করা হয়নি। হুট করে প্রথমবারের মতো এই খাতে এত বেশী টাকা নির্ধারণ করায় চরম ক্ষুব্ধ ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকরা। অন্যদিকে জনপ্রতি বিএনসিসি বাবদ ২০ টাকা এবং রোভার ও রেঞ্জার ফি বাবদ যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ২০ নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ গতবার রোভার স্কাউট ফি ও রেঞ্জার ফি ১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। চলতি সেশনে চার অনুষদে মোট ২ হাজার ৪১৫ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এ হিসাবে বিএনসিসি বাবদ ৪৮ হাজার ৩শ', রোভার স্কাউট ফি বাবদ ১ লাখ ২০ হাজার ৭৫০ টাকা ও রেঞ্জার ফি বাবদ ৪৮ হাজার ৩শ' টাকা করে মোট ২ লাখ ১৫ হাজার ৩৫০ টাকা আয় হবে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনসিসি, রোভার স্কাউট ও রেঞ্জারের কর্মকাণ্ড উল্লেখ করার মতো নয়। এদিকে মসজিদ ফান্ড বাবদ ২০ ও সাংস্কৃতিক ফান্ড বাবদ ৪০ টাকা ধরা হয়েছে। অথচ গতবার এ দুই খাতে ধরা হয়েছিল ২০ টাকা করে। ভর্তিচ্ছুরা অভিযোগ করেছেন, মসজিদ ফান্ড ঠিক থাকলেও সাংস্কৃতিক ফান্ডে গতবারের চেয়ে ২০ টাকা বেশি ধরা হয়েছে। অথচ গত এক দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়নি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদভিত্তিক তেমন কোনো কর্মকাণ্ডও নেই। তাছাড়া মসজিদ ফান্ডের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা না থাকায় হিন্দু-মুসলিম সবাইকেই এ খাতের ফি প্রদান করতে হচ্ছে। যার তীব্র বিরোধিতা করেছে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা।

অতিরিক্ত ফি নির্ধারণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার আবু হোসেন সিদ্দিকী জানান, জগন্নাথ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেও পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এটি ভিন্ন। শিক্ষার্থীদের দেয়া অর্থের ওপর নির্ভর করেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড নির্ভরশীল। গত বছর একটু অসচেতনতার কারণেই সেমিস্টার পরীক্ষার ফি নির্ধারণ করা হয়নি।